ভানু অভিনীত
TICKET NUMBER
380
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
FOR MEMBERS ONLY
THE LINCOL
EP, 1958
CALCUT
CLUB
Rs 2
NOM-DE-PLUME
MEMBER
C. G. W. PAUGTNEN
251159
257459
257459
এম. জি. এম পিকচার্সের
ভানু পেলো লটারী

বিষ্ণু সরকার প্রযোজিত

এম, জি, এস, পিকচার্সের প্রথম নিবেদন

ভানু পেলো লটারী

পরিচালনা—এম, জি, এস, ইউনিট

সঙ্গীত-পরিচালনা—নচিকেতা ঘোষ

প্রধান উপদেষ্টা—অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা তত্ত্বাবধান—দিলীপ দে চৌধুরী

কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য : কনক মুখোপাধ্যায়

গীতিকার—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
আলোক চিত্র—কানাই দে
সম্পাদনা—অমিয় মুখোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী—সুনীল ঘোষ, বলরাম বারুই
সঙ্গীত গ্রহণ—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
কর্মসচিব—পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী
রূপসজ্জা—গোষ্ঠ দাস

শিল্প-নির্দ্দেশ—কার্ত্তিক বসু
পটশিল্পী—রামচন্দ্র সিন্ধে
যন্ত্র-সঙ্গীত—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
আলোক সম্পাতে—জগন্নাথ, রাম, শৈলেন
প্রচার পরিচালনা—ক্যাপস্
পরিচয় লিখন—শচীন ভট্টাচার্য্য
ষ্টিল-ফটো—ফটোগ্রাফী ক্লাব

সহকারীবৃন্দ

আলোক চিত্র—মধু ভট্টাচার্য্য এস, এ, সি
শক্তি ব্যানার্জি "
সম্পাদনা—দেবীদাস চক্রবর্তী, পৃথ্বীশ রায়

কর্মসচিব—শান্তি চৌধুরী
রূপ-সজ্জা—মুন্সি, সরোজ
শিল্প-নির্দ্দেশ—অনিল পাইন

সঙ্গীত-পরিচালনা—জয়ন্ত শেঠ

রূপায়ণে

শ্রেষ্ঠাংশে— ভানু, জহর

ও নবাগতা কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়

ইরা চক্রবর্তী ★ লিলি চক্রবর্তী

কমল মিত্র ★ বীরেন চট্টোপাধ্যায় ★ নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ★ অজিত চট্টোপাধ্যায়

শৈলেন ভট্টাচার্য্য ★ সুশীল দাস

নেপথ্য সঙ্গীত

শ্যামল মিত্র, মঞ্জুলা সেনগুপ্তা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অসীম রায়, কমলালয় ষ্টোর্স প্রাঃ লিঃ, ক্যালকাটা ওয়াচ কোং, পশ্চিম বঙ্গ পুলিশ, রয়াল এগ্রি-হর্টিকালচার ইনষ্টিটিউট, মডার্ণ হেয়ার ড্রেসিং সেলুন, জুওলজিক্যাল গার্ডেন

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ও

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক স্ক্রীন শো প্রাইভেট লিঃ

৩০-বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

কাহিনী

ভানু ও জহর দুই বন্ধু। ভানু গ্রামেই থাকে, মাটির পুতুল গড়ে দিন চালায়। ঘরে তার স্ত্রী মুক্তোমণি ও পুত্র কানু। আর জহর সহরে মামার অফিসে চাকুরী করে। মিমি সেই অফিসেই টাইপিষ্টের কাজ করে। জহর মিমির সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় করে তুলতে চায়, কিন্তু মিমি চায় সিনেমার নায়িকা হ'তে।

জহর ছুটিছাটায় গ্রামে এলেই ভানুর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে। এবার নিয়ে এলো দু টাকা দামের লটারীর টিকিট। ভানু কষ্টে রোজগার করা টাকার বিনিময়ে কিনবে না টিকিট কিছুতেই। শেষ পর্য্যন্ত জহরের জেদ বজায় রইলো, ভানুকে টিকিট কিনতেই হোল।

স্বপ্নের জাল বোনে ভানু। লটারীর টাকায় কি কি করবে ভাবতে বসে। তার ভাবুক মন ভাবে বিভোর হ'য়ে ওঠে।—স্বপ্ন কি সব সময়েই মায়া, সত্য হয় না কি ?

ভোর হ'তেই খবর আসে। ভানু ছোটে জহরের কাছে। জহর ভানুকে নিয়ে কোল-কাতায় রওনা হয়। কোলকাতায় এসেই জহর ফোন করে। ফোনে কথা বলতে দেখে গেঁয়ো ভানু হেসে লুটিয়ে পড়ে। জহর ভানুর গেঁয়ো মূর্ত্তি সংস্কার করতে বসে। সাহেবী পোষাক চড়াতে গিয়ে মেমসাহেবের হাতের চড় খায় ভানু। চড় খেয়ে ভানু বংশের ঐতিহ্যের কথা মনে করে কেঁদে ফেলে। ছোট ঘড়ির দাম বেশী শুনে ভানু বড় দেয়াল ঘড়ি কিনবে ঠিক ক'রে।

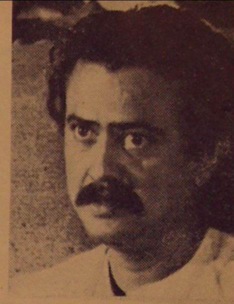

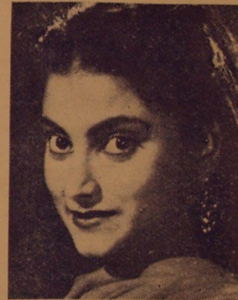

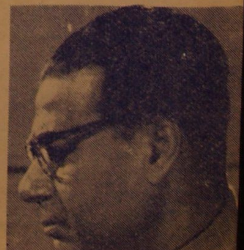

কোলকাতায় ভানু ও জহর হোটেলে আস্তানা গাড়ে। ভানু ও জহর দিনের বেলাই ডিনার সুট পড়ে। আর তাই পড়েই লটারীর টাকা আনতে যায়।

মিমি মিত্তির ও ফিল্ম লাইনের জলধর হালদার পরের দিন কাগজে ভানু ও জহরের ছবি দেখে। আর তাই দেখে ওরা দুজনে মনে মনে ফন্দি আঁটে। ওরা ঠিক করে ভানুকে প্রযোজক বানাতে হবে। জহরের সঙ্গে মিমির পরিচয় আছে! জহরের সাহায্যে ভানুকে ওরা রাজী করাতে পারবে বলে মনে করে।

মিমি ও জলধর হোটেলে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে। সমস্ত শুনে জহর খুশী হয়ে রাজী হয়ে যায়। ভানুকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়! মিমি ভানুকে স্টুডিওতে নিমন্ত্রণ করে। জলধর ভানুকে সুটিং দেখায়। সুটিং দেখতে গিয়ে ফিল্মের ভানুর সঙ্গে আমাদের ভানুর ধাক্কা লাগে। মিমির ফন্দির কথা টের পায় জহর। টের পেয়ে জহর ভীষণ রেগে যায় মিমির ওপর। মিমি ভানুকে একা পেয়ে তার সঙ্গ নেয়। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় নানা জায়গায়। ভানুর ভাল লাগে মিমির সঙ্গ।

মিমির বিরহে জহর কাতর হ'য়ে পড়ে। মিমির সঙ্গে দেখা করতে যায় তার অফিসে। গিয়ে শোনে মিমি চাকুরী ছেড়ে দিয়েছে। মিমির বিরহে জহর মদ খায়। মদ খেয়ে মিমির বাড়ীর দরজায় বসে থাকে। মিমি দরজা বন্ধ করে দেয়। জহর রাগে ক্ষেপে ওঠে।—পিস্তল নিয়ে ভানুকে শাষায়।

ভানুকে এক জলসায় মিমির সঙ্গে দেখা যায়। তাই দেখে জহর ভানুর পিঠে পিস্তল চেপে ধরে। ভানু ভয় পেয়ে মিমিকে ফেলেই দৌড় দেয়। ছুটতে ছুটতে হোটেলে এসে পড়ে। হোটেলে ঢুকতেই শুনতে পায় 'হাত তুলে দাঁড়াও'। শুনে ভয়ে ভানু অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরে পেতেই ভানু জহরকে পাশে দেখতে পায়। দেখতে পেয়েই আবার ছুটে পালায়। ছুটতে গিয়ে এক সময় সে টুপ করে ছাদ থেকে পড়ে যায়।—

এর পর ভানুর কি হোল জানার অদম্য আগ্রহ থাকা খুব স্বাভাবিক এবং সেটা মেটাতে হ'বে, প্রেক্ষাগৃহে এসে।

গান

(১)

ওজন্যা যখন দাঁড়ি পাল্লায়
তোমায় আমায় তুললো ভগবান।

আমার চেয়ে তোমার ওজন
বেশি কি সমান সমান।

মোর ওজনটা যে হোল ভারি
মাটিতে পড়লাম শূন্য ছাড়ি
মাটিতে পড়লাম শূন্য ছাড়ি।

মোর পাল্লা পড়লো নুয়ে
চিৎপটাং হলাম ভুঁয়ে
সেই থেকে পৃথিবীতে হোল যে মোর স্থান
সে আর জানে বল কজন
প্রভু গো হাল্কা হোল তোমার ওজন
ঠাকুর তুমি পক্কা
তোমার ওজন হাল্কা
তাইতো তুমি তুড়ি লাফে
পৌঁচে গেলে আসমান

প্রভু এই দেহ পরাণটা ভরে
সেই একবার গড়েছিলে মোরে
একবারই গড়েছিলে (কথা)
কিন্তু যতবার মনে করি
প্রভু আমি যে তোমায় গড়ি
তাইতো আমি তোমার চেয়ে
অনেক শক্তিমান

(২)

পুতুল নেবে গো—পুতুল,
আমার এই ছোট্ট ঝুড়ি
এতে রাম রাবণ আছে—
দেখে যা' নিজের চোখেই
হনুমান কেমন নাচে।

এ সুযোগ পাবে না আর
বল ভাই কি দাম দেবে
বাংলা দেশের সে এক ছেলে
বিবেকানন্দ স্বামী

কাঁপিয়েছিলেন দুনিয়াটাকে
এই তারেও এনেছি আমি
দেশের বন্ধু চিত্তরঞ্জন
দাতা আর কে তাহার মত
ঘরে তাঁরে নিয়ে গিয়ে
পালন করো তাঁর সে ব্রত।

শচীমাতার দুলাল নিমাই
পাগল যিনি হরির নামে
নিয়ে যাও তারেও তুমি
শুধু এক আনা দামে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র
জন্মেছিলেন এই দেশেতেই
এই ঝুড়িতেই আছেন তিনি
কে বলে তিনি নেই তিনি নেই
লেখাপড়া শিখিনি হায়
মূর্খ আমায় বলে সবে
রবিঠাকুর আছেন মাথায়
ধন্য আমি সেই গরবে।

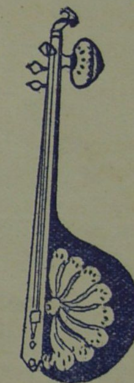

(৩)

এসো খেলি প্রেম—প্রেম—খেলা
হোক শ্রাবণের দিন তবু মনে কর এতো
ফাগুনের বেলা

এই খেলায় নেই ব্যথা নেই অনুশোচনা
ভেবে নাও গ্রীষ্মের রৌদ্রটা জোছনা।

সেইক্ষণে মনে মনে তোমাতে আমাতে
বেয়ে যাই, বেয়ে যাই স্বপ্নের ভেলা।

~~কাক পাখি~~ ডেকে ডেকে বিষে ভরে দুটি কান
ভেবে নিতে হবে সেতো কোকিলের কুহুতান
সেইক্ষণে তুমি আমি দুজনেই রয়েছি
হাতে হাত, হাতে হাত চোখে চোখ মেলা।

জুলিয়েট ভেবে মোরে তুমি হও রোমিও
বিরহের ঝটকায় কভু নাহি দমিও
বেশ লাগে মাঝে মাঝে ঝাল ঝাল টক নুন
অনুরাগে কিছু অবহেলা।

এম, জি, এস, পিকচার্সের

দ্বিতীয় নিবেদন

মহাকবি কালিদাসের

শকুন্তলা

চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা : অজয় কর

প্রযোজনা : বিষ্ণু সরকার

গঠন পথে !

স্ক্রীন শো প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে ক্যাপস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত ও
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।